ক্ষীর সাগরের কূলে

সত্যেন্দ্র আচার্য



ক্ষীর সাগরের কূলে

সত্যেন্দ্র আচার্য

টিচার্স কনসার্ন
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০০৯

Kheer Nodir Koole

A Collection of Bengali Rhymes

by

Satyendra Acharyya



©	|	লেখক
প্রচ্ছদ	|	প্রণবেশ মাইতি
অলঙ্করণ	|	দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ :

কলিকাতা পুস্তক মেলা। জানুয়ারি, ১৯৮৮

প্রকাশক :

স্বপনকুমার ভট্টাচার্য। টিচার্স কনসার্ন

৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর :

বিশ্বনাথ ঘোষ। শ্রীতারা প্রিন্টিং সেন্টার।

১/এ, কার্তিক বোস লেন, কলিকাতা-৬

দাম—বাঁধাই : আট টাকা

পেপার ব্যাক : ছ' টাকা

এই লেখকের কিশোর উপন্যাস

কোপাই কুণ্ডার কাপালিক

গল্পের বই

তিন মূর্তি আতঙ্ক

কোন পাতায় কি

ক্ষীরসাগরের কূলে

ছড়াগুলি ছড়িয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর ও অন্যান্য ছোটদের পত্র পত্রিকায়। সেগুলির কিছু সংগ্রহ করে, কিছু নতুন যোগ করে গড়া হল এই ছড়ার বই, "ক্ষীর সাগরের কূলে"। রচনা কাল, ১৯৭১ থেকে ১৯৮৭।

প্রকাশক

কাটুম-কুটুম

কাটুম কুটুম বুদ্ধুভুতুম সোনার মুকুট আন
রাজ পুরোহিত সোনার মুকুট কাল করেছে দান।
বসাও মুকুট রুপোর থালায়
জড়াও থালা ফুলের মালায়
যে ফুলেতে সরস্বতী বিদ্যে করে দান।
ফুলটি গেছে পদ্মদীঘি ছাতিমতলা দিয়ে
যে ছাতিমের নেমন্তন্ন রাজার বাড়ি বিয়ে।



বুদ্ধুভুতুম কাটুম কুটুম রাজার বাড়ি চল
রাজার বাড়ির চৌদিকেতে নীল পরীদের দল।
রাজার মামা কানা
শালুক তুলে খা'না
শালুক শুনে কাঁদে
রাজার মামা রাঁধে।
লাল চাঁদোয়ার তলে
পরমান্ন রান্না হবে ক্ষীর সাগরের জলে।



গবুচন্দ্র

মন্ত্রী মশাই গবুচন্দ্র গোটা দশেক তুললো হাই
বলল পরে দম্ভ ভরে রাবড়ি পোলাও এমনি খাই ?
মগজটা যে বিশ্বসেরা অঙ্ক শাস্ত্র এক কোণে
বিজ্ঞানীদের ফরমুলা সব আর এক কোণে জাল বোনে।
বিশ্বটা এই হাতের মুঠোয়, এই না বলে হাসলো যেই
একপাটি দাঁত পড়ল খসে, আর এক পাটির দশটি নেই।
এই যে দেখেন চক্ষু জোড়া অচল হলেও চলছে বেশ
এ সব হ'ল পোলাও গুণে, রাবড়ি গুণে পক্ক কেশ।
পাচক আমার এ দেশী নয়, নিবাস হ'ল আফগানে
ঘোড়ার পিঠে বাজারে যায় হাতীর পিঠে হিং আনে।

মন্ত্রী হ'য়ে সুখেই আছি, রাবড়ি পোলাও খাচ্ছি বেশ
রাজার কৃপায় নামটি আমার ছড়াচ্ছে বেশ দেশ-বিদেশ।

তিলোত্তমা ক'লকাতা

তিলোত্তমা কলিকাতা হঠাৎ যদি ক্ষেপে
উপগ্রহে উধাও হ'ত মেট্রো রেলে চেপে ?
তাহলে কি বাক্যবাণে এমন হত পিষ্ট
জটিল কুটিল সমস্যাতে নাভিশ্বাসে ক্লিষ্ট ?
খানাখন্দ, গালমন্দ লোডশেডিঙের পালা
গ্রীষ্ম এলেই পিচ গলে যায় বৃষ্টিটা দেয় জ্বালা।
মশামাছি মহামারী হরেক রকম রোগ
তার ওপরে তেল বাড়ন্ত মারমুখী হয় লোক।
দাবি দাওয়ার মিছিল-টিছিল নিত্য দিনের সঙ্গী
ভ্রূক্ষেপ নেই যানজটেতে—সবাই যেন জঙ্গি।

কেন্দ্র রাজ্য তুই কবিয়াল বকম্ বকম্ বহরে
গরম গরম তর্জা করে সিদো-কান্হো ডহরে
দিল্লী ভালো বম্বে ভালো ওপার আলোয় আলো
ইট পাথরের তিলোত্তমা বেজায় যেন কালো।

মন্দলোকে যতই বলুক রাগ অভিমান রাখো
তিলোত্তমা কলিকাতা ক'লকাতাতেই থাকো।





ছোট্‌কা

রস গোল্লার গোল্লা দিয়ে হিং খেয়েছেন ছোট্‌কা
ল্যাং পেঙে ভাব হারিয়ে তিনি এ্যাইসা এখন মোটকা।
গোল্লা সমেত হিং না খেতেই ছোট্‌কা খালি ফুলছে
ঘাবড়ে গিয়ে বলল সবাই ঘর বাড়ি সব ঢুলছে।
খবর গেল কালনা ঘুরে মালদা থেকে মক্কা
তিন তিনটে পাগলা হাতী শুনেই পেল অক্কা।
হাতটি নেড়ে বলল হেঁকে এই পাড়ার এক মক্কেল
হিং বেচেছে ভেজালকারী যুধিষ্ঠিনাথ সরখেল।
ভেজালকারী ধরতে হবে এই দাবি না নিয়ে
লালুর পিসি জানিয়ে এল লাল বাজারে গিয়ে।
আত্মীয়জন যতই ছিল এদিক ওদিক ছড়িয়ে
একে একে উঁকি দিল দু'হাতে ভিড় সরিয়ে।

বদ্যিবাটির বদ্যি এল মাথায় এয়া সিন্দুক
ওষুধ পাতির বহর দেখে পঞ্চমুখও নিন্দুক।
জ্যোতিষ এল যাদবপুরের সঙ্গে পুথি পত্র
জলদি আনুন আমার ফি-টা পরে রাশিচক্র।
ছোট্‌কা তখন ফুলছে আরো দেখেই বড় ডাক্তার
বিধান দিলেন নাড়ি ছুঁয়েই কাটতে হবে নাক তার।

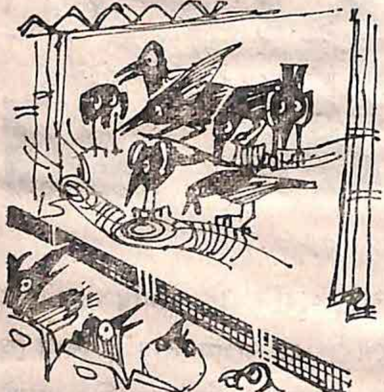


নাড়ল মাথা বদ্যি মশাই আমার মতে জিভটা
বাক্স খুলে লিখতে বসেন প্রেসক্রিপশান স্লিপটা।
জ্যোতিষরত্ন অঙ্ক কষে বলেন রাশির দোষটা
হিং-এর দাপট উদরেতে তাইতো শনির রোষটা।
লাখটাকা নয় লক্ষ টাকার পরতে হবে মুক্তো
সোনার থালায় ভক্ষণীয় শিয়াল কাঁটার সুক্তো।
ছোট্‌কা তো নয় এতই বোকা মাথায় এল ফন্দি
রাজার মত হুকুম দিলেন এদের কর বন্দী।

হুকুম শুনে ছুটলো সবাই—এই না হলে টোট্‌কা ?
খবর আবার ছড়িয়ে গেল চুপসে গেছে ছোট্‌কা।

পাখিদের জলসা

কাব্য লেখেন কাকাতুয়া নাটক লেখেন কাকে
চড়াইগুলো নৃত্য করে আমড়া গাছের ফাঁকে।
কোকিল এল গান গাইতে সঙ্গে সাদা বক
লম্বা ঠোঁটে তাল টুকবে ঠক ঠকা ঠক ঠক।



স্টেজে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে সাতটি কালো কাক
শালিক বলে গান শুনবো নাটক এখন থাক।
মাছরাঙাদের নাটক যে চাই বাধিয়ে দিল যুদ্ধ
তাই না দেখে কাঠঠোকরা ভীষণ হল ক্রুদ্ধ।
সুনীল আকাশ শঙ্খচিলের ভাবলো নিচে যাবে
পানকৌড়ি এসব দেখে উড়বে কোথা ভাবে।

শরৎকালের ছড়া



ব্যাঙ-বাবাজী ডিগবাজি খায় ঢাকের কাঠির তালে
বোয়াল মাছে সানাই ধরে সূর্যি ওঠার কালে।

তাই না দেখে শিউলিরা সব হেসেই কুটি কুটি
হাসির স্বরে কাশফুলেরা ত্বরায় এল ছুটি।

শত শত পদ্ম ফোটে কাজলা দীঘির জলে
প্রকৃতিও সাজলো কেমন শরৎ এল বলে।

মেঘলা আকাশ নীল হয়েছে আলোয় ভরা দিন
দোয়েল শ্যামা নাচছে গাছে এল যে আশ্বিন।
চতুর্দিকে খুশীর মেজাজ শরৎ রানীর বরে
সোনা রোদে মেঘের ভেলা ভাসছে চরাচরে।

এই পাড়াটা

নাম বানানে দীর্ঘ-ঈকার—তাতেই পায়া ভারি
থাকেন উনি এই পাড়াতেই, পুবদিকেতে বাড়ি।
বললে সবাই পাড়ার গুরু বেজায় খুশী হন,
ভোজ বাড়িতে তখনি যান শুনলে আয়োজন।
দেখুন দেখুন আসছে কেমন হাল্‌কা মৃদু হেসে
খোশ মেজাজে সরভাজা খান ডিসেম্বরের শেষে।
পোলাও লুচি মাংস মাছের সংক্ষেপেতে যম,
মণ্ডা মিঠাই কিলো দশেক, তাতেও নাকি কম।
সঙ্গে উনি ?   বন্ধু ওনার।   গান গাওয়া যাঁর পেশা
গলা সাধেন নৌকো চড়ে ওইটি হল নেশা।



তাকান এবার, সামনে যিনি উনি পাড়ার মামা
ডিগবাজি খান ঘোড়ার পিঠে হবেন নাকি গামা।
এই গলিটার শেষ মাথাতে বাঁশের লাঠি হাতে
উনি হলেন বাচস্পতি মৌন থাকেন রাতে।
জ্ঞানী গুণী ভর্তি পাড়ায় দারুণ আছি সুখে
আমি হলাম এঁদের গুরু, নামটি রাখুন টুকে।



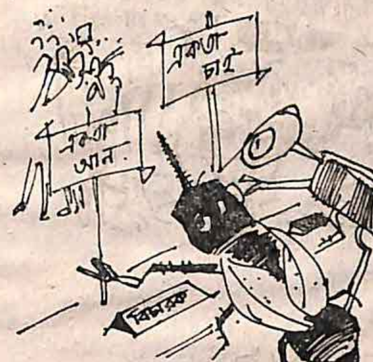
আজব দুনিয়া

জর্দা খেয়ে উর্দি পরে আম কুড়োতে এলে
আজব ব্যাপার তাক লাগালো বসলো থলি ফেলে।
আম গাছটি হাওয়ায় দোলে মগডালে এক ব্যাঙ
খানিক বসে শামুক ভায়া মারলো জোড়া ল্যাং।
ল্যাং না খেয়ে পড়ল হেলে যেই সে আমের গাছটি
ফেলল গিলে ডালপালা সব নিচের পুঁটি মাছটি।
কলিকালের দোহাই দিয়ে সবাই শুনে হাসলো,
কপালে এক তিলক কেটে মাছরাঙাটি কাশলো।
অর্থ হল ওই পুঁটিটা রাম গাঁট্টা খেয়ে
দৌড়েছিল আম বাগানে চার হাত পায় বেয়ে।
কোলা ব্যাঙটা সোনা মাসির বাড়ি যাবে বলে
আম কুড়োতে নিচে এসে মগ ডালেতে দোলে।



স্বপ্নে দেখা

পুব কোণেতে মেঘ জমেছে এই না দেখে ভয়ে
বনটি ছেড়ে সিংহ মামা ঢুকলো লোকালয়ে।
কোথায় মামা হারিয়ে গেল ভাবলো বসে টিয়া
সারা বনটি খুঁজলো শেষে টোপর মাথায় দিয়া।
তাই না দেখে ফড়িংগুলো করল সুরু গান
গান না শুনে শেয়াল ভায়ার বেজায় অভিমান।
এই না দেখে কোলা ব্যাঙের ইচ্ছে হল ভারি
গণ্ডাদশেক রাম গাঁট্টা মাথায় গিয়ে মারি।
এমন সময় বৃষ্টি হল নদে এল বান
ঘুমের ঘোরে দেখলো খোকন, তিন কন্যে দান।



বিচার

বকম্ বকম্ পায়রাগুলোর রকম সকম দেখে
কাকগুলো সব আসলো তেড়ে ফোলায় গলা হেঁকে।
রাতের আকাশ আমরা নেব মেঘ উঠলেই তোমরা
বিচার যদি চাও তো বলো করবে বিচার ভোমরা।
বসন্তকাল আমরা নেব তোমাদের মাস ফাল্গুন
ফুলে যখন অলি তোলে মধুর স্বরে গুন্‌গুন্।
শরৎ কালের আকাশ যদি তোমরা কিছু চাও
গঙ্গাফড়িং করবে বিচার যাওনা যদি যাও।
গঙ্গাফড়িং ভোমরা মিলে হুকুম দিল জানিয়ে
একতাতেই শক্তি বাড়ে থাকতে হবে মানিয়ে।



উল্টোপুরাণ

তাই যদি হয় "বাগবাজারে" বাঘের আনাগোনা
"শিয়ালদহে" তবে কি যায় হুক্কাহুয়া শোনা ?
"বেলগাছিয়ায়" বলছে লোকে বেলের ছড়াছড়ি
"হরিণঘাটায়" হরিণগুলোর গলায় তবে দড়ি ?
কলকাতাতেই "হাতীবাগান" বিরাট হাতীর মেলা ?
ডিসেম্বরে সার্কাসেতে দেখিয়ে আসে খেলা ?
"ট্যাংরা" জুড়ে ট্যাংরা নাকি মাঠেই শুয়ে থাকে
"ঘুঘুডাঙার" ঘুঘুরা কি সকাল হলেই ডাকে ?
রাজ্যজুড়ে আর কোথা নেই "রাজা বাজার" রাজার ?
"বেহালার" ওই পথেঘাটে বেহালারি বাজার ?
"গোল দীঘিটা" বলের মত "লাল দীঘিটা" লাল ?
"বালিতে" কি বালিই শুধু "তালতলাতে" তাল ?
"জোড়া সাঁকোয়" সাঁকো কোথায় দেখিনাতো গেলে
উল্টোকথার উল্টোপুরাণ "উল্টোডাঙায়" মেলে।

স্বপ্নে



সাপ দেখেছো সাপ?
রাতের বেলা গোলাপ গাছে
দেখে ফেলে লোকে পাছে
লুকিয়ে আসে ফুলটি নিতে
এ্যাইসা দিয়ে লাফ।

একদিন কি হল বলি
ভাঁজতে ভাঁজতে গানের কলি
রাজপুত্র এল গাছের তলে
সর্পভায়া তাইনা দেখে
বিষদাঁতটি শানিয়ে রেখে
ফোলায় শরীর ভীষণ রাগে জ্বলে।

ফুলগাছটা তাই না দেখে
ফুলটি পাতায় রাখলো ঢেকে
গুন্‌গুনিয়ে বললো হাসির ছড়া
সাপটা তখন হাসছে নিচে
সঙ্গে দশটা কাঁকড়া বিছে
রাজপুত্রের চক্ষু ছানাবড়া।

তাই না দেখে রাজপুত্র হঠাৎ কুপোকাত
শব্দশুনে জেগে দেখি তখন দুপুর রাত।

ডো ডো মামা

বটগাছেতে আমের মুকুল আম গাছেতে কুল
কমলালেবু ডালিম গাছে ভাবছো বুঝি গুল ?
রেল যদি যায় মাটির তলায় চাঁদের দেশে রকেট
এসব কথা বুঝবি কেন বুদ্ধিতে যে গবেট।
রোবট যদি ডিগবাজি খায় ডুবো জাহাজ জলে
গল্পকথা সত্যি জেনো বিজ্ঞানেরি বলে।
সোনার ফসল এই যে ফলায় আমার দেশের মাটি
সেই মাটিতে গড়বো আমি সোনার পাথর বাটি।

ডো ডো মামা গুলের রাজা আসেন গাধায় চেপে
একচোখেতে কাঁদতে পারেন মেজায় গেলে ক্ষেপে।
টোপর পরেন টুপির মত গালেতে গালপাট্টা
গল্পশুনে হাসতে গেলেই মেরে বসেন গাঁট্টা।



আগডুম বাগডুম

ইষ্টিশানের বড় বাবু
খান যে শুধু জলসাবু
জলের ভেতর ময়লা
ইষ্টিশানের কয়লা
ইষ্টিশানটি লণ্ডন
রেলের চাকা বন বন।

ইষ্টিশানের পাশেই তাঁবু
থাকেন সেথায় মেজবাবু
তাঁবু হাঁটে মাঝরাতে
মেজবাবু তার সাথে
ইষ্টিশানটি লণ্ডন
তাকে ঘিরে মৌরি বন।



ইষ্টিশানের পাশেই পুকুর
সাঁতার কাটে দশটা কুকুর
ছোট বাবু তার সাথে
ইষ্টিশানও মাঝ রাতে
ইষ্টিশানটি বড়
রেলগাড়িতে চড়।

অঙ্কশাস্ত্র



রাজকুমারীর ভীষণ যে শখ
ধরবে একটা উড়ন্ত বক
তাইনা চেপে যাবে চাঁদের দেশে
অঙ্কশাস্ত্র জটিল বলে
বইগুলো সব বাক্সে তোলে
রাত্রি হলেই নামবে ছদ্মবেশে।

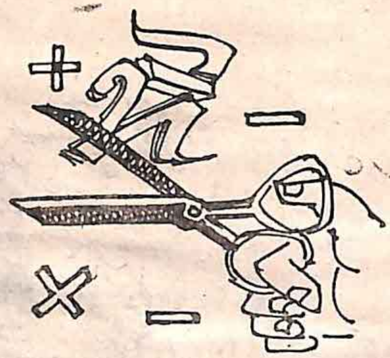
বকগুলো সব জানতে পেরে
রাত্রি বেলা কুলায় ফেরে
দিনের বেলা ডোবে নদীর জলে
রাজকুমারী ভীষণ ক্ষেপে
মন্ত্রীকে সব বলল ডেকে
বন্দী কর বকগুলোকে ছলে কিম্বা বলে।
মন্ত্রী তখন বলল হেসে
বকেরা সব ছদ্মবেশে
চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে দ্বারে
অঙ্কশাস্ত্র শেখাও তারে
রাজার হুকুম বারে বারে
ছদ্মবেশী বাইরে পাবে যারে।



ঘুম পাড়ানি ছড়া

আয় রে ঘুম আয়, যাত্নর চোখে আয়
যাত্ন যাবে চাঁদ পাহাড়ে লাল জুতিয়া পায়।
যাত্নর হাতে বাজুবন্ধ তাইতে মাণিক জ্বলে
এ মাণিক হয় চাঁদ পাহাড়ে আকাশ যে তার তলে।
যাত্নর চোখে হীরের আলো চাঁদের ত্নাতি গায়।

যাবে খোকন চাঁদ পাহাড়ে সঙ্গীরা সব কই?
মায়ের জন্যে আনবে খোকন পদ্মরেনুর খই
বাপের জন্যে আনবে খোকন পক্ষীরাজের ছানা
আর সকলের জন্যে খোকন আনবে সোনা দানা
চাঁদ পাহাড়ে যাবে খোকন ময়ুরপঙ্খী নায়?



ছড়ায় হেঁয়ালি

দীর্ঘ-ঈকার জুড়ে দিলে মূর্তি হয়ে যায়
দীর্ঘ-ঈকার ছেঁটে দিলে কেশের শোভা পায়।
দীর্ঘ-ঈকার উবে গিয়ে হ্রস্ব-ইকার এলে
তোমার আমার সবার প্রিয় পয়সা হলেই মেলে।
শব্দগুলি বল দেখি কেমন তুমি বীর
বললে পরে লাড্ড পাবে সঙ্গে খাঁটি ক্ষীর।

ঠিক বলেছ জোরে এবার দাও না কো হাততালি
উত্তরটি জানতে আগে "কালী—'কাল'—'কালি'' ?

কোন সাগরে জাহাজ চলে কোন সাগরে মানা
বলতে পার কোথায় রাতে রামধনু দেয় হানা ?
মজার কথা এটা কি নয়, তামাসা নয় সঙ্গে
শৃঙ্গ কটি বিরাজ করে হিমালয়ের অঙ্গে ?

ঠিক বলেছ 'সারগোজা' নাম ঠিক বলেছ 'হাওয়াই'
সর্বসমেত 'উনোআশি'—তাও সঠিক জানাই।

খোলাই মগজ

তিনটি বাঘ আর ছয়টি কাকে বাধিয়ে দিল ঝগড়া
ঘটনাটি ঘটেছিল কলকাতা না, মগরা।
কাকেরা সব ক্যা ক্যা করে এইসা মিটিং করল
তাদের দাবি পুলিশ কোথায় বাঘগুলো কে ধরল ?
দার্জিলিঙের সুপার সাহেব তাই না শুনে বলল
টয় ট্রেনটি চললে পুলিশ ধরতে যাবে কল্য।

বাগবাজারে থাকতো তখন বাঘার মামু রাম
গোয়েন্দারা হাজির হল জানতে বাঘের নাম।
চুলকে মাথা বলল মামু এ কি অনাসৃষ্টি
চিড়িয়াখানার হেড দারোয়ান দিচ্ছে না কো লিষ্টি ?





বদ্যিবুড়ো

এক যে ছিল বদ্যি বুড়ো দাওয়াই ভরা সিন্দুকে
নামের শেষে হরেক খেতাব, সুনাম করে নিন্দুকে।
গলায় ব্যথা ? বেশ তো তাতে ভয়টা এমন কি ?
মুখ না খুলে জিভটি দেখাও, লাগবেনাকো ফি।
চোখ উঠেছে ? দেখি দেখি, পুথির পাতায় নাম লিখে,
চোখ বুজিয়ে ব্যায়াম কর—দক্ষিণা দাও সাত সিকে।
জ্বর হয়েছে ? কি সে কারণ ? গর্জে ওঠেন পঞ্চমে
বিলেত থেকে আসছে ওষুধ, নামুক আগে দমদমে।
ঘুরছে মাথা ঘানির মত ? পথ্য হল ঝাল আদা,
কানের ভেতর সিংহের আঁচড়—চিবোও কচি নিম পাতা।
দুদিন ধরে পেটটি খারাপ—খারাপ তাতেই মন ?
শোনপাপড়ির পাপড়ি খাবে—পড়বে রামায়ণ।

চাঁদের দেশে বিয়ে



রাজার হুকুম তামিল কর হাঁকলো শত গায়েন
দশ দামামায় মারল কাঠি আঙুল কাটা বায়েন।
সেরা গায়েন বলল হেঁকে চাঁদের দেশে চলো
মেলায় গলা মন্ত্রীরা সব খবর গিয়ে বলো।
রাজার হুকুম মন্ত্রীকে চাই—মেজাজটি তার সাচ্চা।
আনলে সোনার মুকুট পাবে প্রবীণ কিম্বা বাচ্চা।
এই না শুনে হস্তীরা সব কাঁদল গোপন কক্ষে
পক্ষিরাজটি ঘুমিয়েছিল এই না তখন রক্ষে।
রূপ কুমারী রাজার মেয়ে চাঁদের দেশে বিয়ে
পক্ষীরাজকে সাজালো সব ফুলের মালা দিয়ে।
আনন্দেতে মাতলো সবাই কাঁদলো কেবল হস্তী
পক্ষিরাজটি জাগলে পরে থাকবে না কো স্বস্তি।

চাঁদের দেশে মন্ত্রী হল রামগড়ুরের ছানা
মেজাজটি তার ঈগলপাখির, চোখদুটি তার কানা।



রাজ-কাহিনী

পাণ্ডু রাজা বেজায় গোঁয়ার ধরবে বলে চাঁদ
সবুজ ঘাসে রাখতো পেতে সবুজ রঙের ফাঁদ।
আর এক রাজা নিদয়পুরের একশো বাতি জ্বেলে,
নিজের ছায়া ধরতে যেতো সুয্যি পাটে গেলে।
ধরমপুরার সুধর্ম ধর শিকার করা শখ
ধনুক হাতে ঘুরতো বনে খুজতো সবুজ বক।

আমের গাছে আতা ফলে শ্রীধর হেঁকে বলে
শ্রীধর হল আর এক রাজা রাজ্য গাছের তলে।
মণ্ডীগড়ের গণ্ডকরাজ গান ধরা যার পেশা
ঘুমের ঘোরে চোর ধরা যার আর এক ছিল নেশা।
এই ধরাতেই এ সব রাজা, এদের দেখার ঝোঁকে
ভিড় বাড়তো রাজবাড়িতে ধরতো না কো লোকে।



লবকুশ পালা

দৃশ্য

(দু'জন ভবঘুরে
গানে গানে মাতিয়ে রাখে বিচিত্র সব সুরে।
সাজবেশটাও অবাক করা বেশ
গাধার খোঁজে ঘুরে বেড়ায় নতুন নতুন দেশ।
বইবে গাধা এদের দুটি সাধের বাদ্যযন্ত্র
লবকুশেরি এটাই আশা এটাই হল মন্ত্র।
লবের কাঁধে ঢোল
আর কুশ তোলে একতারাতে বিচিত্র সব বোল।)

লব। কুশ প্রাণের ভাই
চল এবার নেচে নেচে অন্য গ্রামে যাই।

কুশ। কেমন করে যাই
আমরা হলাম রাজার জামাই মান সম্মান নাই ?

লব। কোথায় গাধা ? বাদ্যযন্ত্র বাইবে কে তা বল্
তবু দেখি চেষ্টা করে গ্রামের ভেতর চল্।

কুশ। গাধাও নাই গর্দভও নাই তাইতো তুলি হাই
এ মুলুকে একটিও কি গাধার গাধা নাই ?

লব। বাদ্যযন্ত্র বইবে তবে কে গাধা কোথায় পাই,
হেলে দুলে আসছে ও কে ? আহা যেন রাজার জামাই।

(রাজার জামাই সামনে আসে
মৃদু মৃদু ভঙ্গি করে হাসে।)

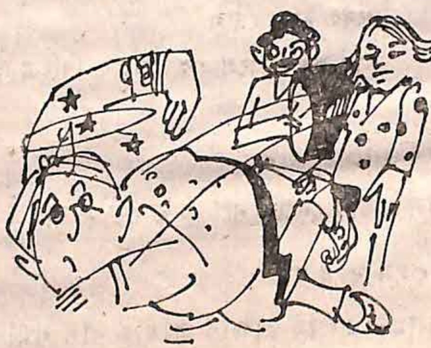
জামাই। রাজা মশাই পাঠিয়ে দিলেন ও রে
দৌড়ে নয়কো ছুটে চলো দ্রুত নয়কো জোরে।

কুশ। দৌড়ে নয়কো ছুটে যাবো দ্রুত নয়কো জোরে।
আজ সকালে যাত্রা করে পৌঁছুবো কাল ভোরে ?

জামাই। বলছি যা তা শোনো আগে রাজার হুকুম জানো ?
দৌড়ে নয়কো ছুটে চল বলছি যা তা মানো।

লব। দৌড়ে নয়কো ছুটে যাব কেমন ধারা ধাঁধা
জানতে পারি তুমি গুরু কোন ধরণের দাদা ?

(জামাই ছুটতে গেলে পড়ে আছাড় খায়
লবকুশেরা মুখটি তুলে দাঁত দেখিয়ে ভেঙায়।)



জামাই। হুকুম তামিল করো
বাদ্যযন্ত্র ওঠাও পিঠে জলদি জলদি এখান থেকে সরো।

লব। বাপরে বাপরে বাপ
রাজ বাড়িতে খুলতে হবে লবকুশকে খাপ ?

কুশ। মাপ করোনা ভাই
তুমি বোধ হয় পাড়ার দাদা দয়া মায়া নাই ?

জামাই। আমি হলাম রাজমহিষীর খাস মহলের লোক
গানের প্রতি রানীর জানি নেইকো কোন ঝোঁক।

লব। তবে কেন তলব গুরু আমরা ভবঘুরে
আজ এখানে কাল সেখানে পরশু কোথাও দূরে।

কুশ। ভবঘুরে আমরা গুরু ঘুরি নানা দেশে
গান শুনে কেউ ঘুমিয়ে পড়ে কেউ বা ফেলে হেসে।

জামাই। রাজা নয়রে রাজার গাধা শুনবে তোদের গান
গাধার কৃপায় রাজার কৃপা বাড়বে তোদের মান।

লব। তাহলে তো পিঠের ওপর বাঁধতে হবে কুলো
গাধার খোঁজে কেঁদে কেঁদে এমনিতে চোখ ফুলো।



জামাই। অভ্যাগত আসবে কত, দেশ বিদেশের রাজা
মণ্ডা মিঠাই চলবে কত সঙ্গে ক্ষীরের খাজা।

কুশ। বাপরে বাপরে বাপ
এই আসরে খুলতে হবে লবকুশেরি খাপ ?

জামাই। রাজ্যজুড়ে সবাই জানে গাধার জন্মদিন
না যদি যাস মুণ্ড যাবে শুধবি রাজার ঋণ।

লব। গাধার জন্মদিন, তাহলে তো গাধাগুলোর খানাপিনার দিন।
জিভ গড়িয়ে পড়ছে যে জল খাবার লিষ্টি দিন।

জামাই। দেখতে পাবি গেলে
গানের গলা খুলতে পারে নিমের পোলাও খেলে।

কুশ। রাজা হলে কথা ছিল গাধার জন্মদিন ?
আমরা দুভাই ধরছি তো কান এবার রেহাই দিন।

লব। তবে কেন জামাইবাবু বৃথাই কষ্ট করে
মুণ্ডুদুটো কাটতে এলেন জন্মদিনের তরে।

কুশ। বাপরে বাপরে বাপ
রাজা তো নয় রাজারূপী বিশাল কেউটে সাপ।

লব। দিন না খালাস আপনি হলেন সোনার জামাইবাবু
মন্ত্রী হলে কথা ছিল-বৃথাই করেন কাবু।

কুশ। বাপরে বাপরে বাপ
কোথায় যাব খাপ খুলতে ও জামাই বাপ ?

লব। যাওনা ফিরে ভাই
মুণ্ডু গেলে বাঁচবো কিসে আমরা দুটি ভাই ?

কুশ। সোনার জামাই ফিরে গিয়ে তুলুন রাজার কানে
গান শুনলে মরবে গাধা গানের অগ্নিবানে।

লব। কাজ করো ভাই, তার চাইতে তুমি সাজো রাজা
কুশ কষে তুই একতারাটা বাজা।

কুশ। লব তুই বাজা ঢোল
নকল রাজা গাধার রাজা বল হরিবোল।



(নকল রাজার ছুটোছুটি মুখে হরিবোল
লবকুশেরি সে কি মজা কষে বাজায় ঢোল!
সেই সাথে গায় গান
রাজার জামাই ভাবতে থাকে বেরিয়ে যাবে প্রাণ।
জামাইবাবু মঞ্চে ঘোরে পথ পায়না যেতে
লবকুশেরা পিছু পিছু গানে বেজায় মেতে।)

লব। আমরা দুটি ভাই
কুশ। নাম না জানা রাজার দুটি সাধের জামাই।
লব। রাজা দিলেন একতারাটি রানী দিলেন ঢোল।
কুশ। খুশী মনে বাজাই যে তাই ধিতাং ধিতাং বোল।

জামাই। এসেছিলাম সিংহের মত হলাম তেলাপোকা
রাজবাড়ির ওই গাধাগুলো গাধার চেয়েও বোকা।

(জামাইবাবুর ছুটোছুটি অ শেষে থামে
আস্তে আস্তে পর্দাটিও স্টেজের ওপর নামে।)

